দর্শনায় জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

শোকাবহ ১৫ আগস্ট বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দর্শনা পৌরসভায় ও পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গতকাল বুধবার বিকালে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কার্যালয়ে আগামী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর (এমপি)।

সভার শুরুতে আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত সিরাজুল ইসলামের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সকলে ১মিনিট নীরবতা পালন করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা উপজেলার সকল পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান গণ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে গতকাল দুপুরের দিকে পৌরসভার সভা কক্ষে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান এর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ও বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছোট পরিসরে হলেও সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে দোয়া অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করবেন এবং প্রতিটা মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠানের জন্য বলেন।

দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ১১৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌরসভায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দর্শনা প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন এবং দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের ০৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন আহম্মেদ মন্টু সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বকে সংক্রম করে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই মানবতার জীবনযাপন করছে কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে, এজন্য আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সরকারের দেওয়া পরামর্শ মেনে চলুন তাহলে আমরা এই মহামারি করোনা ভাইরাস রোধ করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো।

সেই সময় জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জনাব মাহফুজুর রহমান মঞ্জু সকলকে অনুরোধ করেন আপনারা প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বাইরে বের হবেন না। নিজে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।

অনিয়মই নিয়ম সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের

আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও দুর্নীতি বন্ধে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর দেওয়া আল্টিমেটাম উপেক্ষিত হয়েছে।

মামুন বাবর সরকারি নিয়মানুযায়ী অফিসে না এসে বুধবারও দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে অফিসে ঢোকেন। অফিসে ঢুকেই তিনি সাংবাদিকদের গালিগালাজ করেন এবং এক হাত নেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধেও। তিনি টেবিল চাপড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, ‘উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও‘র কাবিখা নিয়ে তো আমরা কথা বলি না।’

আলমডাঙ্গার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে নিয়ম করে সময় মত অফিস করতে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর তিনি তাদের ওপর বেজায় রেগে যান। কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না বলেও পাল্টা হুমকি দেন।

প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় তার ক্ষমতা? কেন তিনি সকালের অফিসে বিকেলে আসেন? আর প্রকাশ্যে কিভাবে দুর্নীতির টাকার ব্যাগ গুছিয়ে তিনি অফিস ছাড়েন? আলমডাঙ্গার মানুষ দেখেও কেন না দেখার ভান করে থাকেন? আর কেনই বা উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারও তাকে নিয়মের ভেতরে আনতে পারছেন না? এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছে।

কিন্ত হাজারো বার মাথা খাটিয়েও এর কোন সদুত্তোর কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে একটা বিষয় সবাই একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন, আর তা হল মামুন বাবরের হাত অনেক লম্বা। তার লম্বা হাত সরকারি কোন সংস্থাই ছুঁতে পারছে না।

সূত্র মতে, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের হুমকি-ধামকিতে অফিসের সবাই থাকেন ভয়ে ভয়ে। বেশী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকেন দলিল লেখকরা। দলিল লেখকদের কেউ একটু বিরাগভাজন হলেই তার দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ হয়ে যায়। লাইসেন্স বাতিলেরও হুমকি দেওয়া হয়। এই হুমকি অনেক সময় দলিল লেখকদের জীবনেরও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার এসব কথা ছড়িয়ে

বেড়ায় আলমডাঙ্গার আকাশে-বাতাসে। ঠিক এমন অবস্থায় টনক নড়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে গত সোমবার আল্টিমেটাম দেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় তাকে। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর সোমবার দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি গোপনে জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে থাকেন।

বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুনরায় সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা দু‘জনে মামুন বাবরকে সরকারি নিয়মে অফিস করতে আল্টিমেটাম দেন।

তিনি বিকেলের দিকে অফিসে এলে তার জন্য গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করতে থাকেন। তার খামখেয়ালীপনায় মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলেও তাকে স্মরন করিয়ে দেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল

লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে। এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুন বেড়ে যায়।

তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

আপনার দেওয়া আল্টিমেটামের পরেও মামুন বাবর বুধবার ১টা ১০ মিনিটে অফিসে আসেন জানালে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, তার ক্ষমতার হাত কতবড় লম্বা সেটা আমরা দেখব। তিনি বলেন, মামুন বাবর জানেন না, সবচেয়ে হাত বড় এদেশের জনগণের।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, আমরা সরকারি আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে অফিসে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে বলেছিলাম। তিনি শোনেন নি। এখন আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।

আলমডাঙ্গায় করোনায় এক নারীর

মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আরও একজন করোনাভাইরাসে মারা গেছেন।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি নিহত হন। বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম কবরস্থানে সরকারী নিয়মানুযায়ী তাকে দাফন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা উপসর্গ দেখা দিলে রুমু বেগমের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়। গত ৮ তারিখে তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা যান।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার উসমানপুর-প্রাগপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও থানাপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল গনির স্ত্রী রুমু বেগম (৪২) দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তার জ্বর ও শ্বাসকষ্টও বহুগুনে বেড়ে যায়।

নমূনা নেওয়া হলে গত ৮ আগস্ট রুমু বেগমের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। তাকে গত পরশু চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই সাথে আব্দুল গনি মাস্টারের মা ও ছেলেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে স্বল্প পরিসরে রুমু বেগমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আলমডাঙ্গার সভাপতি মৌলানা ওমর ফারুকের নেতৃত্বে দারুস সালাম গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার এসআই হাসনাইন।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ওই দিন জেলা পরিষদের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। যেগুলোর মধ্যে থাকবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্বল্প পরিসরে অনলাইনে আলোচনা সভা ও জোহরের নামাজের পর উপজেলার সকল মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য নার্গিস আরা, শাহানা ইসলাম সান্তনা, ইমতিয়াজ আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
বুধবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ৪১টি যার মধ্যে ১৮জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে । এর মধ্যে ১২ জন, গাংনীর ৬ জন । এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৬ টি ।

সিভিল সার্জন আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৮৪৪ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬৬৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৭৮ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ হয়েছেন ১৫৯ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২২

জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ১২৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৬৬ জন, গাংনীতে ৪৩ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন-গাংনী মালাসাদহের শফিউদ্দিন, রোবেয়া খাতুন, চৌগাছার কামরুল আলম, গাড়াডোব গ্রামের সফিউল ইসলাম, গাংনীর ফুড কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান, সাহারবাটির মাসুদ, কাজীপুরের মহাবুর রহমান, মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার তোজা, সার্কিট হাউস পাড়ার বিজয়, লতিফা খাতুন, মন্ডলপাড়ার রেবেকা খাতুন, গড় পাড়ার তোহা, ঘোষপাড়ার মনি কুমার সাহা, ফুলবাগান পাড়ার সালমা, বোসপাড়ার মহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান

মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে শত ভাগ মাস্ক পরিধানের লক্ষে জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

বুধবার সকালে মেহেরপুর সদর থানার এএসআই মনোয়াজ এর নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।
মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে কঠোর নিরাপত্তা জারি করেছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন রাব্বি, শারাফাত,সাগর প্রমুখ।

গাংনীতে সমবায় সমিতির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গাংনী উপজেলার কয়েকটি সমবায় সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমিতির কর্মহীন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলার নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মড়কা বাজারে সমিতির অফিসে ৩৫ জন সদস্যের মাঝে ৫ কেজি আটা, ১ কেজি চিনি, ২ কেজি আলু, ১ প্যাকেট সেমাই ও ১ টি করে সাবান বিতরণ করা হয়।

এসময় প্রধান অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিদর্শক জনাব হাফিজুর রহমান ।

এছাড়া নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দাল হক ও সম্পাদকসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা বুলেটিন একেবারে বন্ধ না করার আহ্বান কাদেরের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন একেবারে বন্ধ না করে সপ্তাহে দুই দিন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণ, মৃত্যুসহ প্রতিদিন স্বাস্থ্য বিভাগের

আপডেট বন্ধ হলে এ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জনমানুষের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনীহা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি গুজবের ডালপালা বিস্তারের আশংকাও থেকে যাবে। এ সময় বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজ বুধবার সিলেট জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এ আহ্বান জানান। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনার এ সময়ে সরকার জনসমাবেশ বা কোনো ধরনের সমাগম সংক্রমণ রোধের স্বার্থে বন্ধ ঘোষণা করেছে। কোনো ধরনের অনিয়ম কিংবা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সরকার দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে মানববন্ধন ও রাজনৈতিক কর্মসূচি করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি করতে পারে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেকোনো মামলার সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং এ সময়ে সবাইকে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শনের আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ না হলে সরকারের ব্যয় বেড়ে যায় উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, সময়মতো নির্মাণকাজ শেষ করতে ব্যর্থ হওয়া ঠিকাদার এবং তদারককারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বল্পসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনে জেলা প্রশাসকদের অধিকতর সক্রিয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা দেখা দিলে নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। জেলা প্রশাসনের সাথে প্রকল্প এলাকার সড়ক প্রকৌশলীদের সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি।

প্রকৌশলীদের মাঠ পর্যায়ে চলমান সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার কাজে নিবিড় তদারকি এবং পরিদর্শন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ভবিষ্যতে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনায় নেয়া হবে।

তিনি বলেন, সিলেটবাসীর দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এ মহাসড়ক উন্নয়নে অর্থায়ন চূড়ান্ত করেছে। সিলেট শহর থেকে বিমানবন্দর এবং কুমারগাঁও হতে বাদাঘাট হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়ক দু’টি চার লেনে উন্নীত করার কাজও শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু গণপরিবহন করোনাকালের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে সমন্বয় করা ভাড়া ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, অর্ধেক আসন খালি রাখার কথা থাকলেও অনেক পরিবহন তা প্রতিপালন করছে না। এ বিষয়ে মন্ত্রী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিআরটিএ’কে অভিযুক্ত পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যর মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চন্দন কুমার দে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহারিয়ার হোসেন, সিলেট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহাসহ বিভিন্ন সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

সেপ্টেম্বরে স্কুল খুললে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পিইসি পরীক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেছেন, আগামী সেপ্টেম্বরে স্কুল খুললে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পিইসি পরীক্ষা হবে। আর যদি অক্টোবর-নভেম্বরে খুলে তবে নিজ নিজ স্কুলে

বার্ষিক পরীক্ষা এমসিকিউ ৫০ নম্বরের ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর যদি ডিসেম্বরে স্কুল খুল তবে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় অটোপাসের পরিকল্পনা করেছে।

আজ বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন এসব কথা জানান। এসব বিষয়ে প্রস্তাব আগামী ১৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। এ অবস্থায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩৯ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন